নবীনচন্দ্র অর্দ্ধশত-মৃত্যুবার্ষিক সংস্করণ

শুভ্র-নির্ম্মাল্য

নবীনচন্দ্র সেন



মহাকবি নবীনচন্দ্র স্মৃতি গ্রন্থাগার

॥ ৪৪এ ক্লাইভ কলোনী, দমদম, কলিকাতা-২৮ ॥

নবীনচন্দ্র অর্দ্ধশত-মৃত্যুবার্ষিক সংস্করণ

শুভ-নির্ম্মাল্য

নবীনচন্দ্র সেন

অধুনা-বঙ্গের শ্রেষ্ঠতম সংস্কৃত-দরদী ও নবীনচন্দ্র-ভক্ত
আচার্য্য শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী
লিখিত ভূমিকা সম্বলিত
ও
শ্রীদীপককুমার সেন সম্পাদিত

মহাকবি নবীনচন্দ্র স্মৃতি গ্রন্থাগার
॥ ৪৪এ ক্লাইভ কলোনী, দমদম, কলিকাতা-২৮ ॥

'শুভ-নির্ম্মাল্য' পুনপ্র্রকাশে শুভেচ্ছা ও সাহায্যকারী

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
শ্রীসজনীকান্ত দাস
শ্রীজনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী
শ্রীলোকনাথ বল
শ্রীশ্যামাপদ সেন
শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য
শ্রীসুরেন নিয়োগী
শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী
শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু
শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত
শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য
শ্রীসুবোধরঞ্জন রায়
শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ
শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত

শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মিত্র
শ্রীচন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
শ্রীনির্ম্মলেন্দু সেনগুপ্ত
শ্রীকরুণাময় মজুমদার
শ্রীনিতাই বিশ্বাস
শ্রীঅজিতকুমার দে
শ্রীঅশোককুমার কুয়ারী
শ্রীপূর্ণেন্দ্রনাথ সেন
শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ সেন
শ্রীঅমর চক্রবর্ত্তী
শ্রীনিখিলেন্দুপ্রকাশ রায়
শ্রীনির্ম্মলেন্দু চক্রবর্ত্তী
শ্রীসুশীলকান্তি চৌধুরী
শ্রীগহনদ্যুতি বর্ম্মন
শ্রীরবীন্দ্রনাথ লোধ
শ্রীনিমাইকৃষ্ণ বসু

শ্রীসুবীর সেন (প্রচ্ছদ-শিল্পী)

শনিরঞ্জন প্রেস
নভেল-টি
দি পপুলার ড্রাগ হাউস
জয়হিন্দ টেক্সটাইল
এম. এল. দে এণ্ড কোং
প্রবর্ত্তক
চৌধুরী ষ্টুডিও
সীতারাম মেডিকেল হল

প্রভৃতি আরও অনেকে ॥

ভূমিকা

পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান দীপককুমার সেন কর্ত্তৃক সম্পাদিত মহাকবি নবীনচন্দ্রের 'শুভ-নির্ম্মাল্য' নাটিকাটি পাঠ ক'রে সাতিশয় আনন্দ লাভ করলাম। এই গ্রন্থটি প্রথমবার নবীন-চন্দ্রের পুত্র নির্ম্মলচন্দ্রের বিবাহ-বাসরে বিতরণের নিমিত্ত মুদ্রিত হয়েছিল। বহুকাল পরে এই নাটিকাটি শ্রীযুক্ত সনৎ-কুমার গুপ্ত মহাশয় 'প্রবাসী' পত্রিকাতে পুনর্মুদ্রিত করেন। শ্রীমান দীপককুমার সম্প্রতি যেভাবে এ গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ করতে অভিলাষী হয়েছে, তাতে এ গ্রন্থের গৌরব অনেকটা বর্দ্ধিত হয়েছে, সন্দেহ নাই। সে বয়সে নবীন হলেও অনেকটা প্রবীণের মতই সংশোধন-কার্য্যে অগ্রসর হয়েছে এবং সার্থকতা লাভ করেছে দেখে আমি সত্যই মুগ্ধ হয়েছি।

আমাদের হিন্দুশাস্ত্র মতে গৃহিণী সর্বমঙ্গলের আধার-স্বরূপা। তিনি সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যা, শিবা, সর্ব্বার্থ-সাধিকা। স্মৃতিশাস্ত্রের মতে গৃহিণীই গৃহ—"গৃহিণী গৃহম্ উচ্যতে"। বৈদিক বাজপেয় যজ্ঞে বংশদণ্ড সাহায্যে আকাশের দিকে আরোহণের সময় পত্নী অগ্রে অগ্রসর হতেন, পতি তাঁর অনুগমন করতেন। এইজন্যেই ভারতবর্ষের জ্ঞানসার 'মহাভারত' পত্নীকে গৃহশ্রী, গৃহদীপ্তি ব'লে সগৌরবে বর্ণনা করেছেন। সহধর্ম্মিণী যখন পুনরায় জননীর গৌরবময় পদে অভিষিক্তা হন, তখন তিনি পতিকে ছেড়ে আরো অনেক দূর অগ্রসর হয়ে যান। হিন্দুশাস্ত্র মতে পুত্র-কন্যার কাছে মাতা পিতার থেকে শত শত গুণে বড়। স্বয়ং মনুই বলেছেন—

"উপাধ্যায়ান্ দশাচার্য আচার্যাণাং শতং পিতা।
সহস্রন্তু পিতৄন্ মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে॥"

আমাদের শাস্ত্রমতে পিতামাতা পাশাপাশি দণ্ডায়মান থাক্‌লে আগে মাকে এতশত আট বার প্রণাম ক'রে তার পরে পিতাকে প্রণাম করতে হয়। সমাবর্ত্তনোৎসবমন্ত্রে প্রথমেই গুরু উপদেশ দেন—"মাতৃ-দেবো ভব"। ফলতঃ—জননীর সঙ্গে পিতার সম্মানের কোনও তুলনার প্রশ্নই হিন্দুশাস্ত্রে নাই।

নবীনচন্দ্রের বর্তমান নাটিকা অতি সুন্দরভাবে এই অতুলনীয় ভারতীয় আদর্শকেই নবীন আকারে বর্তমান সমাজে প্রচার করেছে।

শ্রীমান দীপকের এই প্রচেষ্টা শুভ হোক, মঙ্গল প্রজনন করুক—দেশের গৌরব বর্ধন করুক—এই আমি কায়মনো-বাক্যে প্রার্থনা করি।

দীপককুমার চট্টল জননীর প্রিয় সন্তান। সেদিক থেকেও তার নবীনচন্দ্রের প্রতি কর্তব্য রয়েছে। নবীনচন্দ্রের প্রতি সম্মান-প্রদর্শন ক'রে সে অতি সুন্দরভাবে চট্টল জননীর সেবাও সঙ্গে সঙ্গে করছে—এটী বড়ই সুখের বিষয়।

আমি শ্রীমান দীপকের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ এবং গৌরবময় ভবিষ্যৎ কামনা করি।

মহালয়া (১৫ই আশ্বিন) ১৩৬৬
প্রাচ্যবাণী-মন্দির
৩, ফেডারেশন ষ্ট্রীট, কলি-৯

ইতি—
শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী।

নিবেদন

নবীনচন্দ্র-ভক্ত কয়েকজন বিশিষ্ট বঙ্গমনীষীর শুভেচ্ছা ও সমর্থনে এবং পণ্ডিতপ্রবর অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী মহাশয়ের মূল্যবান্ ভূমিকা-সহ—কবির অর্দ্ধশত মৃত্যুবার্ষিক পূর্ত্তি-স্মরণে আমরা তাঁর বিস্মৃত নাটিকা 'শুভ-নির্ম্মাল্য' পুনর্ব্বার বঙ্গবাসীকে উপহার দিলাম। কবিপুত্রের বিবাহ-বাসরে মঞ্চস্থ করার উদ্দেশ্যে রচিত ও প্রকাশিত এই নাটিকাটি প্রকৃতপক্ষে হিন্দু-বিবাহের একটি অভিনব পবিত্র দৃষ্টান্ত। অবশ্য স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ সার্ব্বজনীনতা-বর্জ্জিত নিজ বংশকথা ও লঘু-রসের পরিচয় পাওয়া গেলেও—পূর্ণাঙ্গরূপে নাটিকাটির সাহিত্য-মূল্য অনস্বীকার্য্য; এবং উদ্বাহের দ্বারা ধর্ম্ম-সাধনের ব্যাখ্যা, শ্রীভগবানের অবতারগণকে প্রণাম, সর্ব্বমঙ্গলা মাতৃভূমি ও জগজ্জননীর প্রতি কাতর আহ্বান, ভগবতী ও গৃহলক্ষ্মীর গীত-বিনিময়, অপ্সরাগণ কর্ত্তৃক 'শুভ-নির্ম্মাল্য' স্বরূপ পারিজাত হার প্রদান, প্রভৃতি দৃশ্য অতুলনীয়। অতএব, কবির লেখনী-প্রসূত গদ্য-পদ্য-সমন্বিত ও গীতবহুল এই নাটিকাটি সাহিত্যক্ষেত্রে আত্ম-মর্য্যাদারই দাবী রাখে।

সম্পাদনাকালে,—'শুভ-নির্ম্মাল্য' সম্পর্কিত প্রামাণ্য পরিচয়পত্র পৃথক 'গ্রন্থ-পরিচিতি' শীর্ষক প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করলাম। শ্রদ্ধেয় কবি-সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু মহাশয়ের অনুগ্রহে এই প্রবন্ধটি প্রথমতঃ গত ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখের 'যুগান্তর সাময়িকী'তে "নবীনচন্দ্রের একটি নাটিকা" শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল। সম্প্রতি কতগুলি প্রশ্ন আমাদের মনে জাগরিত হয়েছে, যার কোন যথাযথ উত্তর আমরা খুঁজে পাইনি,—

(ক) প্রথম-অঙ্কে পুরোহিতের মুখে 'প্রণাম কর' ও 'নমস্কার কর'—এই দু'য়ের মধ্যে কোনও সামঞ্জস্য নাই।

(খ) দ্বিতীয়-অঙ্কের শীর্ষে 'দ্বিভুজা ভগবতী' আছে, কিন্তু কিয়ৎ পরেই ভগবতীর আত্ম-পরিচয়ে এবং নবীনচন্দ্রের আত্মজীবনী 'আমার জীবনে' বিষয়বস্তুর বর্ণনায়—'দশভুজা' উল্লেখ পাই।

(গ) তৃতীয়-অঙ্কের শীর্ষে 'অপ্সরাগণ' ও 'আমার জীবনে' 'দুই অপ্সরা'র উল্লেখ আছে, কিন্তু পূর্ব্ব-সংস্করণে সর্ব্বত্রই প্রায় কেবল '১ম অপ্সরা'র সংলাপ ও গীত-ই শোনা যায়।

(ঘ) প্রথম-অঙ্কে "মা! মা! মা!" গীতটি প্রথমে চট্টগ্রামের 'আলো' পত্রিকায় (বৈশাখ ১৩০৭) ও পরে 'আমার জীবনে' (১৩২০) এবং দ্বিতীয়-অঙ্কে "দেওমা আনন্দময়ী" ও "লওমা মঙ্গল ডালা" গীত দুটি নবীনচন্দ্র জন্মশত-বার্ষিক-স্মৃতি-তর্পণ' গ্রন্থে (১৩৫৩)—পরিবর্ত্তিত-রূপে স্থান পেয়েছে।

(ঙ) 'শুভ-নির্ম্মাল্যে'র গীতগুলি বিবাহ-বাসরে গীত হয়েছিল, কিন্তু এগুলির সুরের কোনো সন্ধানই পাওয়া যায় না।

যাই হোক, বর্ত্তমানে আমরা কর্ত্তব্যবোধে পূর্ব্ব-সংস্করণে স্থানে স্থানে ব্যবহৃত চল্‌তি-ভাষা ও বর্ণাশুদ্ধি বর্জ্জন করলাম। অবশ্য একথা বলাই বাহুল্য যে, নাটিকাটির অঙ্গহানি ঘটতে পারে—এমন কিছুই করা হয়নি। দ্বিতীয়-অঙ্কে 'ভগবতীর বিকট-মূর্ত্তি অনুচরে'র সংলাপ—আধুনিক-দৃষ্টিতে কিছুটা অ-সংস্কারিত ব'লে মনে হলেও—আমরা উক্ত-কারণে মূলকে অনুসরণ করতে বাধ্য হলাম। নবীনচন্দ্রের উপর লেখনী চালাবার স্পর্দ্ধা আমরা রাখিনা। তথাপি শেষাবধি আমাদের বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি রইল; পাঠকমণ্ডলী সেগুলি ক্ষমার চক্ষে দেখবেন। পরিশেষে, 'শুভ-নির্ম্মাল্য' সম্পাদনা ও প্রকাশনা-ব্যাপারে যাঁরা অর্থ, উপদেশ ও নানা যুক্তি দিয়ে সাহায্য করেছেন, গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে তাঁদের ঋণ সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি।

মহালয়া ১৩৬৬।
'নবীনচন্দ্র গ্রন্থাগার'॥

বিনত—
শ্রীদীপককুমার সেন।

গ্রন্থ-পরিচিতি

নবীনচন্দ্র প্রধানতঃ কবি হলেও, নাট্য-সাহিত্যেও যে তাঁর দান ছিল—সে-কথা আমরা অনেকেই জানি না। অবশ্য তার কারণও আছে। তাঁর প্রথম নাটক 'নৈদাঘ-নিশীথ-স্বপ্ন' (সেক্সপীয়রের নাটকের মর্ম্মানুবাদ) আজও পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত। 'শুভ-নির্ম্মাল্য' নামক ক্ষুদ্রাকার দ্বিতীয় নাটিকাটি যদিও পুস্তকাকারে প্রকাশিত, তথাপি তা পাঠক-সাধারণের অজ্ঞাত ও অ-দৃষ্ট ; এবং দুঃখের বিষয়, দু'টি নাটকই 'নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলী'-বহির্ভূত। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা কেবল 'শুভ-নির্ম্মাল্য' সম্পর্কেই কয়েকটি নির্দ্দেশ দেবার চেষ্টা করব।

পশ্চাদপট : ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী ২২শে মাঘ শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজার দিনে মাতৃভূমি চট্টগ্রামে নবীনচন্দ্রের পুত্র নির্ম্মলচন্দ্রের বিবাহ স্থির হয়। নবীনচন্দ্র তখন কুমিল্লায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদে অবস্থান করছিলেন। সেখানে বসেই তিনি স্নেহাস্পদ ভাই তারাচরণের সু-পরামর্শে—এ-বিবাহে নূতন কিছু একটা দেখাবার সঙ্কল্প করলেন। তদনুসারে একটি বিবাহ-বিষয়ক ক্ষুদ্র গীতিনাট্য রচনাপূর্ব্বক তিনি সেটিকে বিবাহ-বাসরে মঞ্চস্থ করার পরিকল্পনা নিলেন। এইভাবেই হল 'শুভ-নির্ম্মাল্য' রচনার সূত্রপাত।

প্রকাশ-বিবরণ : নাটিকাটির প্রকাশ সম্পর্কিত তথ্যাবলী 'বেঙ্গল লাইব্রেরী' সঙ্কলিত 'মুদ্রিত-পুস্তক-তালিকা'য় গৃহীত আছে। আমরা বর্ত্তমানে বহুলাংশে এই তালিকাকেই অনুসরণ করব। নাটিকাটির প্রকৃত উদ্দেশ্য চট্টগ্রামে সাধিত হলেও, প্রকৃতপক্ষে এটি কুমিল্লায় উপেন প্রেস থেকে প্রভাতচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এটির প্রকাশ-তারিখ—২৭শে জানুয়ারী ১৯০০ খৃষ্টাব্দ। এটি প্রকাশের অব্যবহিত পরেই নবীনচন্দ্র কুমিল্লা থেকে মাত্র দশ দিনের ছুটিতে বিবাহের (৬ই ফেব্রুয়ারী) সাতদিন পূর্ব্বে নিজ বাড়ী চট্টগ্রামে পৌছান।

অতএব অনুমান করা যায় যে, এই সময়েই তিনি পুস্তিকাগুলিকে চট্টগ্রামে আনয়ন করেন। বিবাহ-বাসরে "কেবল বাছা বাছা শিক্ষিত নিমন্ত্রিত ভদ্রলোককে" বিতরণার্থ পুস্তিকাটি মাত্র ১০০ (একশ') কপি ছাপান হয়। তাছাড়া এটির আবার কোন মূল্যও নির্দ্ধারিত ছিল না। তাই, মূল্যহীন মুষ্টিমেয়-সংখ্যক এই নাটিকাটি এ-অবস্থা থেকেই পাঠক-সাধারণের অগোচরে থেকে যায়। এই পুস্তিকাটির পৃষ্ঠাসংখ্যা কভার-সমেত মাত্র ২০ (কুড়ি)। গ্রন্থটির স্বত্বাধিকারী ।ছলেন নবীনচন্দ্র স্বয়ং।

বিষয় ও দৃশ্যাঙ্ক: মোট সাতটি (?) চরিত্রবিশিষ্ট ক্ষুদ্র এই গীতিনাট্যটি হিন্দু-বিবাহ ও নবীনচন্দ্রের নিজ-বংশের বিবাহ-প্রথাকে কেন্দ্র করে রচিত। এটির 'অঙ্ক' তিনটি। এই 'অঙ্ক'গুলিকেই নবীনচন্দ্র স্থানে স্থানে 'দৃশ্য' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনী 'আমার জীবন' গ্রন্থে (৫ম ভাগ—পুত্রের বিবাহ)—নাটিকাটির বিষয়বস্তুর সারমর্ম্ম উদ্ঘাটন করেন—"প্রথম অঙ্কে বর ও পুরোহিত। পুরোহিতের :মুখে হিন্দু বিবাহের ব্যাখ্যা এবং বরের কয়েকটি উপাসনা-মূলক গান। দ্বিতীয় দৃশ্যে আমার কুলমাতা দশভুজার (?) দ্বারা নন্দনের পারিজাত-গ্রথিত পরিণয় মালা আমার গৃহলক্ষ্মীকে প্রদান ও উভয়ের সুখে আশীর্ব্বাদ-গীত। তৃতীয় দৃশ্যে বর সভাসীন ও তাহাকে বেষ্টন করিয়া দুই অপ্সরার নৃত্যগীত।"

গ্রন্থ-নির্দ্দেশ: কবিবরের লেখনী-প্রসূত এই নাটিকাটির সাহিত্যমূল্য যাই-হোক্-না-কেন—আশ্চর্য্যের বিষয়, তৎকালীন বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে এটির কোন নির্দ্দেশই পাওয়া যায় না। তাছাড়া, সমসাময়িক বাংলা পত্র-পত্রিকাগুলিতেও আমরা সাধ্যমত যতদূর সন্ধান করেছি, নাটিকাটি সম্পর্কে কোন নির্দ্দেশ বা সমালোচনা পাইনি। এমনকি,

নবীনচন্দ্রের মৃত্যুর পর বিভিন্ন সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় তাঁর গ্রন্থাবলীর যে তালিকা প্রস্তুত হয়, তাতেও এই গ্রন্থটির নামোল্লেখ নেই।

এ-বিষয়ে একমাত্র 'দি ক্যালকাটা গেজেট্'-স্থিত (১৯০০ খৃঃ) 'বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাট্‌লগ্ অব্ বুক্‌সে'-ই 'শুভ-নির্ম্মাল্যে'র বিস্তারিত প্রকাশ-বিবরণ মুদ্রিত হয়েছিল। স্বয়ং নবীনচন্দ্র 'আমার জীবনে' (১৩২০ বঃ) এই গ্রন্থটির নামোল্লেখ না করলেও, এটি-যে একটি "অপেরেট্রা" (ক্ষুদ্র গীতিনাট্য) এবং সঙ্গে সঙ্গে "বহি"ও যে বটে—তার নির্দ্দেশ স্পষ্টতঃই ক'রে গিয়েছেন। বোধ করি, এইখানেই গবেষকদের সূক্ষ্ম-দৃষ্টির অভাব ছিল। পরবর্ত্তীকালে (১৩৫৩ বঃ) বাংলা-সাহিত্যর অমর গবেষক ৺ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' গ্রন্থে (নবীনচন্দ্র সেন—৪১) নাটিকাটি সর্ব্বপ্রথম নবীনচন্দ্রের গ্রন্থ-তালিকা-ভুক্ত করেন। তৎপরে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁর প্রসিদ্ধ 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের (১৩৬২ বঃ) 'পরিশিষ্টে' এটির নাম দীর্ঘ-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেন। অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হলেও নাটিকাটি আজও চট্টগ্রাম ও কলিকাতার দুটি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারে জরাজীর্ণ অবস্থায় আত্মরক্ষা করছে।

পুনর্মুদ্রণ: অত্যন্ত দুঃখের মধ্যেও আনন্দের সংবাদ এই যে, দীর্ঘকাল যাবৎ নাটিকাটির যখন অন্য কোন সংস্করণ প্রকাশ বা 'নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলী'তে (হিতবাদী ও বসুমতী-সংস্করণ) সংযোজন— কোনটিই সম্ভব হয়নি, তখন "ভবিষ্যতে নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলীতে সন্নিবিষ্ট হতে পারে এ ভরসায়" শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সনৎকুমার গুপ্ত মহাশয় সংগ্রহ-পূর্ব্বক এটিকে 'প্রবাসী'তে (শ্রাবণ ১৩৫৪) সংক্ষিপ্ত পরিচয়পত্র-সহ পুনর্মুদ্রিত করেন। একথা নিঃসঙ্কোচেই বলা যায় যে, একমাত্র তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই গ্রন্থটি সম্পর্কে যত্নবান হন।

মঞ্চাভিনয়ঃ নাটিকাটি নির্ম্মলচন্দ্রের বিবাহ-বাসরে মঞ্চস্থ করার উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছিল এবং এই মঞ্চস্থ করার প্রস্তুতি কুমিল্লায় মাসাধিক পূর্ব্ব থেকেই চলছিল। অবশেষে বিবাহের দিন রাত্রে এটির সার্থক মঞ্চাভিনয় সম্পর্কে স্বয়ং নবীনচন্দ্র 'আমার জীবনে' বিস্তারিতভাবে যে আলোচনা করেছেন, আমরা তার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করলাম—"সমস্ত উৎসবের 'প্রোগ্রাম' ছাপা ছিল। আটটার পর 'অপেরা'। তাহার 'ষ্টেজ' বিবাহ-বেদীর পার্শ্বেই অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণে স্থাপন করিয়াছিলাম। বেদীর উত্তর দিকে ষ্টেজ এবং অপর তিন দিকে দার্শকদিগের বসিবার ফরাস বিছানা। এ স্থানটিও পত্রে-পুষ্পে ও আলোকে সজ্জিত ছিল।…বাহিরের আসরে নৃত্যগীত রাখিয়া আমি কেবল বাছা বাছা শিক্ষিত নিমন্ত্রিত ভদ্রলোককে এ অপেরা শুনিতে আনিয়াছিলাম। তথাপি এই প্রাঙ্গণের বাহিরে এমন ভীড় হইল যে, ভয় হইল লোকে বাড়ী ঘর উড়াইয়া দিবে। আমি তাহাদের চেঁচাইয়া বলিলাম যে, কাল আমি এ 'অপেরা' বাহিরের আসরে দিয়া তাহাদিগকে দেখাইব। আমার পুরোহিত বি-এ, বি-এল। কিন্তু ভয়ে প্রথম তিনি কাঁপিতেছিলেন। আমি ছুটিয়া গিয়া তাহাকে সাহস দিলে সে হিন্দু-বিবাহের ব্যাখ্যা করিয়া বরকে (স্বয়ং নির্ম্মলকে) বুঝাইতে লাগিল। বিদেশীয় নিমন্ত্রিতেরা জিজ্ঞাসা করিলেন, এ অভিনেতা কে? আমি বলিলাম, তিনি অভিনেতা নহেন, আমার প্রকৃত পুরোহিত, 'ষ্টেজ' হইতে নামিয়া তিনিই বিবাহ করাইবেন। অপেরার প্রত্যেক অঙ্কে তাঁহারা বাহবা দিলেন। শেষ হইলে বলিলেন যে, কলিকাতার 'ষ্টেজে'ও তাঁহারা এমন সুন্দর পরিচ্ছদ, নৃত্য, গীত ও অভিনয় দেখেন নাই। আমি পার্ব্বত্য মাতার সন্তান। নর্ত্তকী অপ্সরাদের কতক আমাদের পাহাড়ীয়া রমণীদের পোষাক দিয়াছিলাম।"

দর্শকদের বিশেষ অনুরোধে এবং নবীনচন্দ্রের প্রতিশ্রুতি মত দ্বিতীয় দিন রাত্রেও নাটিকাটি বাইরের খোলা আসরে অভিনীত হয়। পূর্ব্বদিনের মত সেদিনও সার্থক অভিনয়ের প্রশংসায় সমবেত দর্শকবৃন্দ পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। একজন শিক্ষিত সুযোগ্য ভূম্যধিকারী বিস্ময়াবিষ্ট-চিত্তে মন্তব্য করেন—"আমি হিন্দু-বিবাহের ব্যাখ্যায় বিস্মিত হয়েছি। কত বিবাহ দেখেছি, কতবার বিবাহপদ্ধতি নিজে পড়েছি, কিন্তু হিন্দুবিবাহের মধ্যে যে এমন গভীর অর্থ আছে, আমি জানতাম না। আজ আমার শিক্ষা হল।" দুই রাত্রের ঘেরা ও খোলা আসরের অভিনয়ে ধারণাতীত দর্শক-সমাগম হয়েছিল।

নামপত্র ঃ এ-গ্রন্থের নামপত্রটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। আমরা সমগ্র নামপত্রটিকে তিন অংশে ভাগ করে দেখালাম—(ক) একটা সুন্দর পুষ্পদানির ছবির (এখানে তা দেখান সম্ভব নয়) পরই মোটা-অক্ষরে লেখা—"শুভ-নির্ম্মাল্য।", (খ) "ভারতের সুবিখ্যাত কবি শ্রীনবীনচন্দ্র সেন প্রণীত" ও (গ) "প্রথম সংস্করণ।" নবীনচন্দ্র-প্রণীত অমর গ্রন্থগুলিতেও যেখানে তাঁর নামের পূর্ব্বে কোন বিশেষণ দেখা যায়নি, সেক্ষেত্রে বিবাহ-উপলক্ষে লিখিত এ-ধরণের একটি ক্ষুদ্র নাটিকার নামপত্রে "ভারতের সুবিখ্যাত কবি" আখ্যায় নবীনচন্দ্রকে বিশেষিত করা, কেমন যেন একটু বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। দ্বিতীয়তঃ তখনও গ্রন্থটি পাঠক-সাধারণের জন্য প্রকাশিত বা মুল্য দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়নি, সে অবস্থায় মধ্যেই 'সংস্করণে'র উল্লেখ করারও কোন প্রয়োজন ছিল না।

মুদ্রণ ও প্রমাদ ঃ বিবাহ-বাসরে কেবল বাছা বাছা শিক্ষিত নিমন্ত্রিত ভদ্রলোককে বিতরণার্থ পুস্তিকাটি খুব সুদৃশ্য হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এটি যখন আমাদের দেখবার সুযোগ ঘটল, লক্ষ্য করলাম—ছাপা অত্যন্ত কদর্য্য। স্থানে স্থানে রেখা পর্য্যন্ত পড়েনি।

তার উপর মুদ্রণ-প্রমাদ অসংখ্য। কোন কোন স্থানে আবার সাধু-চালিত ভাষা মিশ্রিত। কতকগুলি বানান সম্বন্ধে সন্দেহ হয় যে, সেগুলি নবীনচন্দ্রের নিজস্ব কিনা। এ-বিষয়ে 'প্রবাসী'তে পুনর্মুদ্রণ-কালে শ্রদ্ধেয় সনৎবাবুও কোন দৃষ্টি দেননি। বরং সেখানের প্রমাদ অধিক মারাত্মক। মোটের উপর, আমরা এই নাটিকাটিতে সু-সম্পাদনার অত্যন্ত অভাব উপলব্ধি করি।

পরিশেষে, সম্প্রতি 'নবীনচন্দ্র-রচনাবলী' প্রকাশে উদ্যোগী "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ"কে নাটিকাটি রচনাবলীতে সংযোজনের জন্য সবিশেষ অনুরোধ জানাই। ইতিমধ্যে "মহাকবি নবীনচন্দ্র স্মৃতি গ্রন্থাগার" থেকেও এটির একটি সুদৃশ্য ও সম্পাদিত-সংস্করণ (নবীনচন্দ্র অর্দ্ধশত-মৃত্যুবার্ষিক সংস্করণ) প্রকাশের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। [বর্ত্তমানে তা সম্পূর্ণ হল।]

"সবিশেষ অনুরোধ"

যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তির কাছে 'শুভ-নির্ম্মাল্য' নাটিকার দুষ্প্রাপ্য প্রথম-সংস্করণখানা থাকে, তবে তাঁকে বর্ত্তমান-সংস্করণের ২৫ খানা গ্রন্থ বা উপযুক্ত অর্থের বিনিময়ে সেটি আমাদের গ্রন্থাগারে দেবার জন্য সবিশেষ অনুরোধ জানাই।

—গ্রন্থাগার-সম্পাদক ॥

শুভ-নির্ম্মাল্য।

প্রথম অঙ্ক।

(বর ও পুরোহিতের প্রবেশ)

পুরোহিত। বৎস! আমি কুশধ্বজের সন্তান। তোমার নয় পুরুষের আমরা পুরোহিত। তোমার আজ শুভ বিবাহ। তুমি নব যৌবনে উত্তীর্ণ হইয়া আজ সহধর্ম্মিণী লাভ করিয়া ধর্ম্ম-সাধনের উপযোগী হইবে। তোমাকে এই শুভদিনে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমাদের উদ্বাহ-জীবন সুদীর্ঘ সুবাসিত সুখ-কুসুম-হারে পরিণত হউক, এবং উহা ধর্ম্মের বিমল আলোকে প্রোদ্ভাসিত হইয়া তোমার প্রাচীন বংশ সমুজ্জ্বল করুক।

বর। গুরুদেব! ধর্ম্ম কি?

পু। বৎস! জীব মাত্রই এই সংসারে সুখান্বেষণ করে। এক কথায়, ধর্ম্ম সেই সুখান্বেষণ। তুমি জান দেহ, মন ও আত্মা লইয়াই মানুষ। এই তিনেরই কতকগুলিন প্রবৃত্তি আছে। এই সকল প্রবৃত্তির চরিতার্থতাই সুখ। তাহাদের চরম চরিতার্থ শ্রীভগবানে। বালক সুন্দর অক্ষর সম্মুখে রাখিয়া যেমন অক্ষর লেখা অভ্যাস করে, শ্রীভগবানকে সম্মুখে রাখিয়া মানুষ এই চরিতার্থতার অনুশীলন করিবে। যে যতদূর অগ্রসর হইবে, সে তত সুখী, সে তত ধার্ম্মিক। এই অনুশীলনের, এই সুখান্বেষণের নাম ধর্ম্ম। যাহাতে এই অনুশীলনের শিক্ষা দেয়, তাহার নাম ধর্ম্মশাস্ত্র। যে কার্য্যের দ্বারা এই অনুশীলন সাধিত হয়, তাহার নাম কর্ম্ম।

বর। গুরুদেব! উদ্বাহের দ্বারা কিরূপে এই ধর্ম্ম সাধিত হইবে?

পু। বৎস! সর্ব্বপ্রকার অনুশীলনের মূলে প্রেম-প্রবৃত্তি। জ্ঞানের প্রতি তোমার প্রেম না থাকিলে তুমি জ্ঞানের অনুশীলন করিবে কেন? তদ্রূপ দীন দুঃখীকে প্রেম না করিলে তাহাকে দয়া করিবে কেন? মানুষের জন্ম হইতেই হৃদয়ে এই প্রেমধারা বহিতে আরম্ভ করে। মানুষ প্রথমে মাতাকে, তাহার পর পিতাকে, তাহার পর খেলার সঙ্গী-সঙ্গিনীকে প্রেম করে। কিন্তু বিবাহ না হইলে পত্নীপ্রেম এবং সন্তান না হইলে বাৎসল্যপ্রেম, তাহার হৃদয়ে উন্মেষিত হয় না; তাহার প্রেম-প্রবৃত্তির পূর্ণ চরিতার্থতা হইতে পারে না। পিতৃ-মাতৃ-প্রেম ও সখ্যপ্রেম হইতে পত্নী ও বাৎসল্য প্রেম গাঢ়তর। এইরূপে মানুষে পিতা, মাতা, সখা, পত্নী ও সন্তানকে প্রেম করিয়া জীবকে পিতা, মাতা, সখা, পত্নী ও সন্তানবৎ প্রেম করিতে শিখে। তাহার পর সর্ব্বজীবভূত শ্রীভগবানকে পিতা, মাতা, সখা, পত্নী ও সন্তান অপেক্ষায় অধিক প্রেম করিতে শিখে। এই মধুর ভাবেই প্রেমের চরিতার্থতা। অতএব বুঝিলে কি এই ধর্ম্ম-সাধনার পথে পত্নী প্রধান সহায়, এইজন্য তিনি সহধর্ম্মিণী। এইখানে ভারতীয় আর্য্য-বিবাহের সঙ্গে অন্য বিবাহের পার্থক্য। অন্য বিবাহে পত্নী সহ-সংসারিণী মাত্র, আর্য্য-বিবাহে পত্নী সহধর্ম্মিণী। এই বিবাহে প্রতিজ্ঞা করিতে হয়।

ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি।
মম চিত্তমনু চিত্তন্তে হস্তু।
মম বাচমেক মনা জুষস্ব
প্রজাপতি স্তা নিযুনক্তু মহ্যম্।
ওঁ প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধাম্যস্থিভিরস্থীনি
মাংসৈ মাংসানি ত্বচা ত্বচম্।

এই বিবাহে পতি পত্নী ধর্ম্ম-সাধনের জন্য এক রক্তে, এক মাংসে, এক আত্মায় পরিণত হয়। জীবনের সঙ্গে এই সম্মিলন বিচ্ছিন্ন হয় না। বৎস! তুমি এই শুভ বিবাহ দিনে প্রজাপতি শ্রীভগবানকে প্রণাম কর। সহস্র সহস্র বার প্রণাম কর এবং তাঁহার চরণে তোমাদের যুগল হৃদয় অর্পণ কর।

বর। (জানুপাতিয়া)

"নমো নমস্তেতু সহস্র কৃত্বা
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠাতস্তে
নমোস্তেতু সর্ব্বত এব সর্ব্ব॥"

গীত।

(১)

তুমি প্রজাপতি বিশ্বেশ্বর,
তুমি নাথ! বিশ্ব জীবন।
তোমাতে গ্রথিত বিশ্ব অগণিত,
সূত্রে মণি অগণন।

(২)

সেই প্রেম-সূত্রে দুটী ক্ষুদ্র ফুল
গাথি প্রেমে, নারায়ণ!
দুইটী শিশুর যুগল হৃদয়
চরণে কর গ্রহণ॥

(৩)

দিও দেহে শক্তি, দিও হৃদে ভক্তি,
জ্ঞানে আলোকিও মন।
তব প্রেম-রথে, নিও তব পথে,
সম্মিলিত এ জীবন ॥

পু। বৎস! এখন শ্রীভগবানের অবতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ, শ্রীখৃষ্ট, শ্রীমহম্মদ এবং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যকে তুমি নমস্কার কর। ইঁহারা যুগে যুগে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

বর। (নমস্কার)

পু। বৎস! পিতৃলোকস্থ তোমার পুণ্যবান পূর্ব্বপুরুষ ও রমণীগণকে নমস্কার কর। তাঁহাদের পুণ্যে ৩০০ বৎসর যাবৎ ধনে, গৌরবে, বিদ্যায়, সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে তোমার এই বংশ চট্টগ্রামে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এখন যে ইহার এইরূপ অধঃপতন হইতেছে, তাহা হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদের নিকট এই শুভদিনে প্রার্থনা কর, এবং নমস্কার কর।

বর। (নমস্কার)

পু। বৎস! যিনি পরোপকার ব্রতে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া ত্রিদিবে চলিয়া গিয়াছেন, যাঁহার দয়া-দাক্ষিণ্যের গাথা এখনও চট্টগ্রামের সীমা হইতে সীমান্তরে উপকথার মত প্রচলিত, যিনি বজ্রের তুল্য তেজস্বী ও দৃঢ় এবং কুসুমের তুল্য সুকোমল-হৃদয় ছিলেন, যাঁহার প্রেম ও করুণা জাহ্নবীর মত অজস্র ধারায় বহিত, সেই—

"সমাজের শিরোমণি সদ্‌গুন ভাণ্ডার,
বিপদে প্রসন্ন মুখ মোহন আকার,

সরল হৃদয়, পরদুঃখে ম্রিয়মাণ,
প্রীতিরসে নেত্রদ্বয় সদা ভাসমান”—

মস্তকের উপর চাহিয়া দেখ, তোমার সেই পুণ্যশ্লোক পিতামহ ও তোমার খুল্ল পিতামহ—রূপে প্রকৃত গোপীমোহন ও মদনমোহন—ও তোমার শিশুবৎ সরলা পিতামহী—মা আমার প্রকৃত রাজরাজেশ্বরী—কি প্রসন্ন সস্নেহ মুখে অন্তরীক্ষে বসিয়া তোমার এই শুভবিবাহ দেখিতেছেন। তুমি তাঁহাদের প্রণাম কর।

বর। মরি মরি কিবা রূপ! কি জ্যোতি বিমল
আকাশ করিয়া পূর্ণ শত চন্দ্রালোকে!
কি সৌরভ বহিতেছে, অবারিত দ্বার
যেন নন্দনের! কিবা কোমল মধুর
বহিছে সঙ্গীত স্রোত, সুখ স্রোত যেন
পুণ্যের নির্ঝরে বহে পবিত্র শীতল।
অনাথ শিশুর মত এ প্রৌঢ় বয়সে
কাঁদেন জনক মম যাঁহাদের তরে—
গুরুদেব! ইঁহারা কি কহ সেই মম
পিতামহ পিতামহী খুল্ল পিতামহ?
যিনি নিত্য গৃহে গোপীমোহন স্বরূপে,
শিব রূপে যিনি নিত্য বংশীয় শ্মশানে;
সুপবিত্র কুলতীর্থে—সভক্তি পূজিত,
ইনি কি আমার কহ সেই পিতামহ?
আমার জীবন আজি হইল সার্থক।
দেব দেবি! তোমাদের অযোগ্য শিশুর
প্রাণপূর্ণ ভক্তিপূর্ণ অযোগ্য প্রণাম

লও পাদপদ্মে প্রেমে, লও দয়া করি !
যেই পিতৃ-মাতৃ-প্রেমে চির আত্মহারা
পিতা মম,—দেব দেবি ! কর সঞ্চারিত
সেই পিতৃ-মাতৃ-প্রেম হৃদয়ে আমার !
আমি শিশু পিতামাতা দেবতা আমার,
না জানি দেবতা অন্য ; পিতৃ-মাতৃ-সেবা
মম ধর্ম্ম, নাহি জানি অন্য ধর্ম্ম আমি।

(নমস্কার)

পু। বৎস ! এইবার পুরোহিত ও ব্রাহ্মণগণকে, তোমার পিতা-মাতাকে, তোমার পিতৃব্য-পিতৃব্যানীকে, তোমার বংশীয়গণকে, তোমার বিপুল বংশের প্রজাগণকে এবং তোমার স্বদেশবাসীগণকে প্রণাম কর। (শ্রোতৃবর্গের প্রতি) আপনারা সকলে আশীর্ব্বাদ করুন, এই বিবাহ যেন এই বংশের ও এই দেশের একটি মঙ্গল-গর্ভ ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া পরিগণিত হয় এবং দম্পতী যুগল সুখী ও দীর্ঘায়ুঃ হইয়া স্ববংশের ও স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করে !

বর। (নমস্কার)

(কোনও পণ্ডিত মহাশয় এইখানে সভায় দাঁড়াইয়া একটী আশীর্ব্বাদ-শ্লোক পাঠ করিবেন।)

পু। নির্ম্মল ! এইবার তোমার অক্ষয় সৌন্দর্য্য ও পুণ্যাধার মাতৃভূমিকে নমস্কার কর। মাতা জন্ম দিয়া থাকেন, মাতৃভূমি অন্ন, জল, সুখ, সমৃদ্ধি প্রদান করেন। মাতৃভূমি সর্ব্ব-মঙ্গলা, সর্ব্বার্থ-সাধিকা।

বর। (নমস্কার)

(১)

মা! মা! মা! তৃষিত অন্তরে
ডাকিতেছি মাগো! পরাণ ভ'রে।
শৈল-কিরীটিনী সাগর-কুন্তলা
সরিৎ-মালিনী ডাকি মাগো! তোরে।

(২)

জীবন প্রথমে হৃদি রক্তে, শ্যামা!
পূজিব চরণ হৃদয় বাসনা।
শিশু হৃদয়ের কাতর কামনা
পূরাও পার্ব্বতি! পরম আদরে।

(৩)

হৃদয়ের রক্ত, নয়নের জল,
প্রেম বিগলিত পবিত্র শীতল,
রবষি চরণে মাগো! অবিরল
জুড়াইব প্রাণ চিরদিন তরে।

পু। বৎস! যিনি প্রজাপতি শ্রীভগবানের শক্তি-প্রতিমা, যিনি মাতৃরূপে, দশভুজে বিপদ-বিঘ্ন-নাশিনী দশভুজারূপে নয়পুরুষ যাবৎ তোমাদের গৃহে বিরাজ করিতেছেন, এইবার সেই জগজ্জননী কুল-মাতাকে দর্শন ও নমস্কার কর। (পটোত্তোলন এবং দশভুজার সমক্ষে এক মিনিট আরতি ও হুলুধ্বনি।)

বর। (নমস্কার) মা! মা!

"নিরখি তোমারি পানে, তোমারি সন্তান দুজনে
প্রবেশে সংসারে আজি দেখ মা! কৃপানয়নে!

যথা নীরবিন্দুদ্বয়
পদ্মপত্রে এক হয়,
তেমনি হে দয়াময়ি ! মিলাইও দুই জনে !
সংসার মোহ মায়ায়
যদি পথ ভুলে যায়,
কৃপা করি কৃপাময়ি ! ফিরাইও সেইক্ষণে !
রেখ মাগো ! মনে রেখ,
মাতা হয়ে কাছে থেক,
নয়নে নয়নে রেখ দিও স্থান শ্রীচরণে।"

দ্বিতীয় অঙ্ক।

(পুষ্পমালা করে দ্বিভুজা ভগবতী ও গৃহলক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী। মা জগজ্জননি! মা সর্ব্বে মঙ্গলে!

ভগবতী। তুমি বাছা! কেন আমাকে ডাকিয়াছ! আমি যেখানে থাকি, ভক্তের আহ্বানে আমার হৃদয় পুলকিত, শরীর রোমাঞ্চিত, প্রাণ আকুলিত হয়। আমি আনন্দে অধীরা হই। তোমার আহ্বানে এবং তোমার পুত্র নির্ম্মলের স্তবে আকর্ষিত হইয়া কৈলাস হইতে আসিয়াছি।

লক্ষ্মী। মা! তুমি যেমন আনন্দময়ী, তেমনই দয়াময়ী। মা! আজ তোমার দুই ভক্ত পরিবারের পুত্র কন্যার শুভবিবাহ। তুমি তাহাদের শিশু-শিরে তোমার পবিত্র নির্ম্মাল্য দিয়া শুভ পরিণয়-মালা তাহাদের কণ্ঠে প্রদান কর। মা! আমি এই দীন পরিবারের পর্ণ-গৃহের দীনা গৃহলক্ষ্মী। আমি তোমার কন্যাদের মধ্যে পর্ণ-গৃহবাসিনী হইলেও আমার হৃদয়ে শান্তি, সংসারে কীর্ত্তি আছে। আমার পুত্রগণ পুরুষানুক্রমিক সরল। ইহাদের হৃদয়ে প্রেম আছে—দ্বেষ নাই, শান্তি আছে—লোভ নাই, পরহিতৈষিতা আছে—পরশ্রীকাতরতা নাই। বরের প্রপিতামহ একজন বিখ্যাত প্রতিভাসম্পন্ন স্বভাবজাত শিল্পী ছিলেন। তাহার পিতামহের তেজস্বিতা, দানশীলতা ও পরহিতৈষিতা এদেশে প্রবাদের মত প্রচলিত। কন্যাও এদেশের একটী প্রাচীন বিখ্যাত পবিত্র বংশের দুহিতা,—পবিত্রা পারিজাত-মালা। তাহার পিতাও সুশিক্ষিত, সদাশয়, সহৃদয় ব্যক্তি। মা! দুইটী প্রধান মহৎকুল, দুইটী মহৎরক্ত—এই শুভ পরিণয়ে সম্মিলিত হইতেছে। এই সম্মিলিত পুষ্প-চন্দন তোমার চরণে অর্পণ করিলাম।

গীত।

(১)

দেও মা! আনন্দময়ি! দেওমা চরণাশ্রয়
যুগল সন্তানে তোমার এ শুভ বিবাহ দিনে!
তুমি মা! সর্ব্বমঙ্গলা, শুভ পরিণয়-মালা
গাথিয়া মঙ্গল করে দেও গলে শুভক্ষণে!

(২)

সংসার বিঘ্ন সাগরে, রাখিও অভয় করে,
বরষি বরদ করে সুখ-শান্তি স্নেহ মনে।
যেন কর্ণফুলী মত বহে সুখস্রোত শত
দীনা জন্মভূমি বক্ষে এই শুভ সম্মিলনে।

(৩)

গঙ্গা যমুনার মত হয় যেন পরিণত
এ মিলন মহাতীর্থে এই ভিক্ষা ও চরণে।
রোগ, শোক, দুঃখভার হরি পার্ব্বতী মাতার,
বহে যেন মা! তোমার প্রেম সাগর-সঙ্গমে!

ভগবতী। বাছা! আমি জানি দুইটী পরিবার আমার পুরুষানুক্রমিক ভক্ত, দুই গৃহই আমার ভক্তি-তীর্থ। আমি এই গৃহে শদভুজারূপে নিত্য বিরাজিতা। এই শুভ-বিবাহ আমারই অভিপ্রায়ে প্রজাপতি সংঘটিত করিয়াছেন। আমি নিজ করে এই মঙ্গল-মালা গাথিয়া আনিয়াছি। লও বাছা! উহা গ্রহণ কর। (মালা অর্পণ)

এই মালার সূত্র—প্রেম, ইহার অনন্ত ফুল—অনন্ত সুখ, ইহার সুশীতল সৌরভ—কীর্ত্তি। এই মালা পুত্র-কন্যার গলায় পরাইয়া দিয়া

তাহাদের শিরে এই পারিজাত কুসুমরাশি (পুষ্প-পাত্র অর্পণ) বর্ষণ করিও। আশীর্ব্বাদ করি তুই মহৎ রক্তের সম্মিলন চট্টল ইতিহাসে মহাতীর্থ বলিয়া পূজিত হউক।

গীত।

(১)

লও মা! মঙ্গল ডালা, লও মা! মঙ্গল মালা,
গাথিয়াছি পারিজাতে সিক্ত মন্দাকিনী জলে!

(২)

প্রেম-সূত্র এ মালার, সুখ-শান্তি পুষ্প তার,
গেথেছি অনন্ত সূত্রে, গেথেছি অনন্ত ফুলে।
কীর্ত্তি তার সুসৌরভ, পুণ্য তার সুধা সব
চর্চ্চিত চন্দনে—মম চির কৃপা—হে সরলে!

(৩)

এই মালা পরাইয়া, পারিজাত বরষিয়া,
বাঁধি চির প্রেম-হারে বসাইও মম কোলে!
অভয় বরদ কর রাখি শিরে নিরন্তর
রাখিব মায়ের মত চোখে চোখে পলে পলে।

(ভগবতীর বিকট মূর্ত্তি অনুচরের প্রবেশ)

অনু। হাঁরে বেটি! তুই এতনা দেড়ি কর্ত্তে আছিস্, আর তোর বাপ হুঁয়া বট্‌কে বট্‌কে কাঁদতে আছে।

ভগবতী। দূর পোড়ার মুখো! আমার বাপ কিরে, তোর বাপ বল?

অনু। আচ্ছা! আচ্ছা! হামার বাপ ত আছেই। ছে ছকলের বাপ, তবে তোর বাপ হইল না? তুই ছকলের মা! তুই তবে তার মা হইলি না? হামার বুদ্ধি আছে, বুদ্ধি আছে, কেমন মাই ঠিক? হা! হা! হা! (হাস্য)

ভগবতী। বুদ্ধি তোর মাথা আর তোর মুণ্ড! যেমন রূপখানি, তেমন বুদ্ধিখানি। পোড়ার মুখো আমাকে এখানে জ্বালাইতে আসিল। (লক্ষ্মীর প্রতি) মা! এটা বাঙ্গালা দেশের হিন্দুস্থানী দেরওয়ানের ভূত।

অনু। আমি পোড়ার মুখো নহি, কেমন ছুন্দর মুখো। হা! হা! হা! (হাস্য) হামি আছিবার ছমে ভোলা কহিল কি হামি ছিদ্দি ঘুট্‌তে বছলাম, তুই ভগবতীকে শীখ্‌ঘির নিয়ে আছবি। তুই ত মাই এতনা দেড়ি কর্‌লি, ভোলা ছিদ্দি ঘোটার ভাণ্ডা দিয়া আমার ছির তুড়িয়া দিবে। হামার বুদ্ধি আছে। হা! হা! হা! (হাস্য)

ভগবতী। নারে, আমি পুত্র-কন্যার বিবাহ-উৎসব ছাড়িয়া যাইতে পারিব না। তুই যা!

অনু। ঠিক কথা! তুই এখানে পূজা খা, আর হামি ছেখানে ডাণ্ডা খাই। সাধি বাড়ীতে আছিয়া হামি কুচ খাইতে ভি পাইলাম না, ক্ষুধায় হামার পেটটা জ্বলিয়া জ্বলিয়া যাইতে আছে। তোর ছিংহ বেটা ক্ষুধায় (মুখ-ভঙ্গি করিয়া) হুম্‌হাম্ কর্ত্তে আছে। ছেত হামার মুণ্ডটা খাইয়া ফেলিতে চাহে। হামারে মুণ্ড ছাড়া দেখলে তোর অপ্সরাগণ সাধি করেগা কি? হামার বুদ্ধি আছে, বুদ্ধি আছে। হা! হা! হা! (হাস্য)

ভগবতী। অপ্সরাগণের ত আর মরিবার স্থান নাই, তাই এমন গুণধরকে বিবাহ করিবে। বটে, তোর ক্ষুধা পাইয়াছে? (গৃহলক্ষ্মীর প্রতি) মা! এটাকে কিছু খাবার দাও ত! (গৃহলক্ষ্মীর একদোনা সন্দেশ প্রদান) তুই সব খাইস না। সিংহকে লইয়া অর্দ্ধেক দে।

অসুর। হামি তোর বাপ হিমালয়, হামার উদরটা একটা গহ্বর; হামি আগে এটা পূরণ করি। হামার বুদ্ধি আছে, বুদ্ধি আছে। হা! হা! হা! (হাস্য ও দাঁত বাহির করিয়া মুখভঙ্গি করিয়া সন্দেশ খাওয়া) বহুত আচ্ছা! এখন ছিংহ মামার লিয়ে এই কেলাপাতটা লিয়া যাই। (উঠিতে উঠিতে উদর ভারে ২।৩ বার পড়িয়া যাওয়া) ছিংহ মামার চৌদ্দপুরুষেও কখন কেলাপাত খায় নাই। হামার বুদ্ধি আছে, বুদ্ধি আছে। হা! হা! হা! (হাস্য) বম্ ভোলানাথ! বম্ বম্! বর কন্যাকি জয়! হামার পেটের জয়! বম্ বম্! হামি একটা গীত গাইব, মাই তোরা ছুন,—

(পাছাতে হাতে তাল দিয়া মাথা নাড়িয়া নৃত্য ও গীত)

এক ছছুরা গিয়াথা ছছুর কি বাড়ী
এক ছছুরা গিয়াথা ছছুর কি বাড়ী
এক ছছুরা গিয়াথা ছছুর কি বাড়ী
এত্না বড়া পেট আউর এত্না লম্বা দাড়ি।

ভগবতী। গোড়ার মুখো! এখনও গেলি না! (লক্ষ্মীর প্রতি) মা! ত্রিশূলটা লইয়া আইস ত!

অসুর। দোহাই মা তোর! তুই লাঠি মার, ডাণ্ডা মার, তোর ওই তিনশূলটা মারিস্ না। তার এক খোঁটায় তিন খোঁচা লাগে, হামার পেটটা ফাটিয়া যাবে। হামি চললাম।

গীত।

এক ছছুরা গিয়াথা ছছুর কি বাড়ী (ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ গীত গাইতে গাইতে পেট দুলাইয়া প্রস্থান)।

ভগবতী। দেখিলি মা! এই সব ভূত লইয়াই আমার সংসার।

লক্ষ্মী। তাহা ত ঠিক মা! পঞ্চভূত লইয়াই তোমাদের সংসার

তৃতীয় অঙ্ক।

(বর আসীন। অপ্সরাগণের গাইতে গাইতে প্রবেশ)

গীত।

"সুখের রাতি, জ্বালহে বাতি,
মন্দির কর আলা।
কুসুম তুলিয়ে, বোঁটা ফেলি দিয়ে,
গাঁথহে চিকণ মালা॥
অগুরু চন্দন, কুসুম আসন,
সপুষ্প লবঙ্গ ডাল।
শুভ আলিপনা, কুসুম বিছানা,
রাখহে কদম্বের মাল॥
সুবাসিত বারি, পূরি হেম ঝারি,
রাখহ শীতল করি।
পিক শুক সারী, ডাক ত্বরা করি,
নিকুঞ্জ বসুক ঘেরি॥"

১ম অ। আয়ুষ্মান্! আমরা ত্রিদিবের অপ্সরা। আপনাদের সর্ব্বমঙ্গলা কুল-মাতা দশভুজা দেবী আপনার শিশু-হৃদয়ের প্রার্থনা শুনিয়া শুভ-নির্ম্মাল্য স্বরূপ এই প্পারিজাত-হার আপনার ও মা চপলার শুভ পরিণয়ের জন্য আপনার গৃহলক্ষ্মী মাতার করে অর্পণ করিয়াছেন। জননী কৈলাসে বসিয়া স্বীয় পবিত্র করে নন্দনজাত কুসুমে এই মালা গাথিয়াছেন। জননী আশীর্ব্বাদ করিয়া শ্রীমুখে বলিয়াছেন, এই মালার অনন্ত-পুষ্প অনন্ত-সুখ-শান্তির নিদান হইবে এবং এই পরিণয়ের দ্বারা এই কুল-গৌরব ও কুলশ্রী বর্দ্ধিত হইবে। জননী ও আপনার গৃহলক্ষ্মী

অন্তরীক্ষ হইতে আপনার শুভ-বিবাহ দর্শন করিবেন। আপনি এই মালা গ্রহণ করুন। (মালা প্রদান)

বর। কুলমাতা ও গৃহলক্ষ্মী মাতার শ্রীচরণে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। (মালা গলায় ধারণ)

১ম অ। জননীর আজ আনন্দের সীমা নাই। জগজ্জননীর আনন্দে আজ জগত আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছে।

গীত।

আনন্দ উছলি যায় নিশামণি কিরণে,
আনন্দ উছলি যায় নীলিমায় গগনে।
নব বসন্তের প্রায়
আনন্দে বহিয়ে যায়,
চুমি মনোরম শোভা কুসুমিত কাননে,
আনন্দে দেবতাগণ,
করে পুষ্প বরিষণ,
নব দম্পতির শিরে প্রীতিফুল্ল বদনে।

১ম অ। চল্ সখি চল্ দেখ কি নির্ম্মল
নব বসন্তের চাঁদিনী হাসি!
গাইতে গাইতে নাচিতে নাচিতে
তুলি কুঞ্জে কুঞ্জে কুসুম রাশি॥
প্রথম বসন্ত, প্রথম ফুটন্ত
ফুলের বহিয়া প্রথম ঘ্রাণ।
প্রথম মলয় কি মধুরে বয়
গাইছে কোকিল প্রথম গান॥

বসন্ত পঞ্চমী বঙ্কিম চাঁদনি
নির্ম্মল চন্দ্রের নির্ম্মল হাসি।
বড় শুভ নিশি শুভ তিথি মিশি
কিবা পুণ্যক্ষণ উঠিছে ভাসি ॥
চল কুঞ্জে কুঞ্জে তুলি পুঞ্জে পুঞ্জে
নব বসন্তের ফুলের রাণী।
চপলা সঞ্চারি চপলা কুমারী
এ শুভ-বিবাহে সাজায়ে আনি ॥
নবীন আকাশে প্রীতির আবাসে
কি শোভা হইবে এ মধুমাসে।
যখন অচলা নির্ম্মলা চপলা
শোভিবে নির্ম্মল চন্দ্রের পাশে!
চল কুঞ্জে কুঞ্জে তুলি পুঞ্জে পুঞ্জে
নব বসন্তের ফুলের রাণী।
চপলা সঞ্চারি চপলা কুমারী
এ শুভ-বিবাহে সাজায়ে আনি ॥

গীত।

"কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে চললো রঙ্গিনী
আয়লো স্বজনি!
দুকুল ভরিয়া কুসুম তুলিয়ে সাজাব কামিনী
বালা বিনোদিনী—
চললো রঙ্গিনি! আয়লো স্বজনি!
প্রকৃতি হাসিয়ে চায়,
সুষমা ঝরিছে তায়।
ধীর মলয় বয়, আকুল করে হৃদয়,
ফুলের মাঝে, ফুলের সাজে, ফুলের কামিনী—
সাজাব রমণী,
চললো রঙ্গিনি! আয়লো স্বজনি!

॥ যবনিকা পতন ॥

গ্রন্থাগারের 'প্রচার-বিভাগ'-এর পক্ষ থেকে দু'টি আনন্দ সংবাদ

প্রাচ্যবাণী-মন্দিরের মহান্ কীর্ত্তি

দীর্ঘকাল পর নবীনচন্দ্র-স্মারক-গ্রন্থের পুনরাবির্ভাব

মহাকবি নবীনচন্দ্র

(জন্মশতবার্ষিক-স্মৃতি-তর্পণ—১ম ও ২য় ভাগ)

সম্পাদক: অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

এ-যুগের শ্রেষ্ঠ ১৬ জন চিন্তাশীল সমালোচকের গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধাবলী এবং কবির অপ্রকাশিত কবিতা, গান ও 'শেষ কথা' প্রভৃতিতে সু-সমৃদ্ধ একটি মূল্যবান সঙ্কলন-গ্রন্থ।

বি. দ্র.—দুই-খণ্ড একত্রে মাত্র ২৲ টাকা। কমিশন—২৫%।

প্রাচ্যবাণী-মন্দির: ৩ ফেডারেশন স্ট্রীট, কলিঃ-৯।

* * *

ধন্য তোমায় সাহিত্য-পরিষদ !

সুদীর্ঘকাল পর নবীনচন্দ্রের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলীর পুনর্প্রকাশ

নবীনচন্দ্র-রচনাবলী

সম্পাদক: শ্রীসজনীকান্ত দাস

আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে "শনিচক্র-যুগে'র নেতা প্রবীণ কবি-সমালোচক শ্রদ্ধেয় শ্রীসজনীকান্ত দাস মহাশয়ের লিখিত বিস্তৃত ভূমিকা, পাঠভেদ ও ফুটনোট-সম্বলিত নবীনচন্দ্রের পৃথক পৃথক গ্রন্থগুলি—মনোরম ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই-এ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর গৌরবমণ্ডিত হয়েছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ: ২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলি-৬।

গ্রন্থাগারের 'সংরক্ষণ-বিভাগ'-এর কয়েকটি অমূল্য সম্পদ

* তুলট-কাগজে লিখিত জীর্ণপ্রায় প্রাচীন বাংলা-পুঁথি।
* নবীনচন্দ্র প্রমুখ বঙ্গমনীষীর অপ্রকাশিত পত্রাদি।
* কতকগুলি পুরাতন পুস্তকের দুষ্প্রাপ্য প্রথম-সংস্করণ।
* পুরাতন পত্র-পত্রিকার কয়েকটি বিশেষ পৃষ্ঠা ও সংখ্যা।
* পুরাণো দিনের একটি মূল্যবান্ অপ্রকাশিত 'ডায়েরী'।
* পঞ্চাশ-বছর পূর্ব্বের সরকারী ও বে-সরকারী নথি-পত্র।
* পুরাতন আমলের মুদ্রা, ডাকটিকিট প্রভৃতি সামগ্রী।

…ইত্যাদি ইত্যাদি॥

এবং

সাহিত্য-সমাজে অপ্রকাশিত একটি অভূতপূর্ব্ব অবদান

সুদীর্ঘ ত্রিশ-বছরের অক্লান্ত সাধনার ফল

"বাণী-মন্ত্র"

সংগ্রাহক ও মালাকার:

কবিরাজ শ্রীমণীন্দ্রনাথ সেন কবিরত্ন কাব্যতীর্থ

সংস্কৃত, ইংরাজী ও বাংলা—এই ত্রিবিধ ভাষায় রচিত বিশাল সাহিত্য-ভাণ্ডার থেকে সর্ব্বযুগের মহামনীষীগণের মন্ত্র-সদৃশ বাণীসকল—"বাণী-মন্ত্র" নামক গ্রন্থে সুষ্ঠুরূপে সঙ্কলিত হয়েছে। প্রায় সহস্রাধিক ফুলস্কেপ-পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি আবার পৃথক পৃথক পাঁচটি গ্রন্থে মালাকারে সাজানো হয়েছে: (১) জননী ও জন্মভূমি, (২) প্রেম ও পরিণয়, (৩) শ্রম ও সফলতা, (৪) শিক্ষা ও জ্ঞান এবং (৫) জীব ও ধর্ম্ম। আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস, এই "বাণী-মন্ত্র" গ্রন্থটি প্রকাশিত হ'লে সর্ব্বকালের সর্ব্ব-শ্রেণীর সাহিত্য-পাঠকের বিশেষ উপকারে আসবে।

গ্রন্থাগারের 'প্রকাশনী-বিভাগ'-এর অপর একটি গ্রন্থ

তরুণ চট্টল-কবি

শ্রীদীপককুমার সেন প্রণীত

প্র ভা ত

* মোট ষোলটি কিশোর-কবিতার সঙ্কলন-গ্রন্থ

মূল্য : আট আনা মাত্র

* 'প্রভাতে'র স্নিগ্ধ আলো অচিরে মধ্যাহ্নের প্রখর দীপ্তিতে আত্মপ্রকাশ করুক। —৺মন্মথনাথ ঘোষ (অমর গবেষক ও জীবনীকার)

* তরুণ কবির 'বিদ্যালয়-জীবনের লেখা' এই কবিতাগুলিতে কবি-মনের এবং রচনা-দক্ষতার পরিচয় আছে।—'প্রবাসী'

* অনুশীলন করলে দীপকবাবুর হাত দিয়ে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর কবিতাও বার হতে পারবে, তার ইংগিত আছে 'প্রভাতে'।—'যষ্টি-মধু'

* কিশোর কালে লেখা কবিতাগুলিতে পরিণত হাতের ছাপ আশা করা অসংগত, তবে মিষ্টতার স্পর্শ আছে।—'যুগান্তর'

* লেখক নিজে বয়সে কিশোর হইলেও তাহার কবিতার ছন্দ ও মিলের উপর দখল আছে। প্রতিটি কবিতাই সুপাঠ্য।—'জনসেবক'

* অধিকাংশ কবিতাই মিষ্টি এবং ছন্দেও যে কবির হাত আছে তা বুঝতে দেরি হয় না। 'প্রভাত' নামের কবিতাটি খুব সুন্দর।—'মৌচাক'

* কবি-যে চট্টগ্রামবাসী ও চট্টলার প্রতিচ্ছবি যে তাঁর হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত, তার প্রমাণ আদ্যন্ত কাব্যগ্রন্থটি।—স্নেহলতা

* "প্র ভা তে র ক বি আ মি মি ল নে র দূ ত"।—গ্রন্থকার

প্রাপ্তিস্থান :

এম. এল. দে এণ্ড কোং

১৩/১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

গ্রন্থাগারের 'গবেষণা-বিভাগ'-এর কয়েকটি মহৎ অবদান

সুধীজন-প্রশংসিত—"বহুবিস্মৃত ও বিচিত্র উপকরণে সমৃদ্ধ" ('শনিবারের চিঠি')—আমাদের এই গ্রন্থাগারের 'গবেষণা-বিভাগে'র পক্ষে নবীনচন্দ্র-সম্পর্কিত কতকগুলি গ্রন্থের প্রণয়ন ও সম্পাদনা-কার্য্য চল্‌ছে। তন্মধ্যে অদূর-ভবিষ্যতে প্রকাশিতব্য শ্রীদীপককুমার সেন-সম্পাদিত গ্রন্থাবলীর নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়ঃ—

১। নবীনচন্দ্রের বিস্মৃত রচনা

(পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত বহু দুষ্প্রাপ্য রচনার একত্র সমাবেশ)

২। নবীনচন্দ্রের পত্রাবলী

(সমসাময়িক মনীষীবৃন্দকে লিখিত মূল্যবান্ পত্র-সঙ্কলন)

৩। নবীনচন্দ্রের রচনাসার ও বাণী

(দ্রুত সংক্ষেপের যুগে কবি-গ্রন্থাবলীর সার-অংশ ও বাণী চয়ন)

৪। নবীনচন্দ্র-গ্রন্থ-সমালোচনা

(তৎকালীন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত সুচিন্তিত সমালোচনারাশি)

৫। নবীনচন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়

(পৃথক পৃথক গ্রন্থ-সম্পর্কিত সুসংগৃহীত তত্ত্ব ও তথ্যাবলী)

বর্ত্তমান সম্পাদক সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত :—

(১) শ্রীমান দীপককুমার বয়সে নিতান্ত নবীন হইলেও নবীনচন্দ্র-সম্পর্কিত গবেষণায় প্রবীণদেরও হার মানাইয়াছেন।

—শ্রীসজনীকান্ত দাস (* 'শনিবারের চিঠি', শ্রাবণ ১৩৬৫)

(২) শ্রীমতী পূরবী (ওরফে দীপক) নবীনচন্দ্রের বহু বিস্মৃত রচনা —প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইয়া বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতা হইয়াছেন।

—৺বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় ('মহিলা', মাঘ ১৩৬৫)

প্রকাশক :
শ্রীনিমাইকৃষ্ণ বসু
নবীনচন্দ্র গ্রন্থাগার
৪৪এ, ক্লাইভ কলোনী, কলিঃ-২৮

মুদ্রাকর :
শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিঃ-৩৭

Sinuxone tab - 2
Mexaform - 2

প্রথম প্রকাশ : ২৭শে জানুয়ারী ১৯০০
দ্বিতীয় প্রকাশ : ২রা অক্টোবর ১৯৫৯

মূল্য আট আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান :
গ্রন্থলোক..................কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২
এস. এল. দে এণ্ড কোং...১৩।১, কলেজ স্কোয়ার, কলি-১২
টিচার্স বুক ষ্টল..............গরুহাটা, দমদম, কলি-২৮